ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এই সংঘর্ষ হয়। পরে হল ছাত্রলীগের সভাপতি কামাল উদ্দিন রানা ও সাধারণ সম্পাদক রুবেল হোসেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জহুরুল হক হলের ছাদে নিয়মিত মাদক সেবন করেন হল ছাত্রলীগের কর্মীরা। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সভাপতি পক্ষের কর্মী থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী ফরিদ জামান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাকিবুর রহমান সায়েম, লোকপ্রশাসন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শাকিল হোসেন সাগরসহ কয়েকজন মাদক সেবন করছিলেন হলের প্রধান ভবনের ছাদে। একই সময় ছাদের অন্য পাশে সাধারণ সম্পাদক পক্ষের কর্মী পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের রাকিবুল হাসান রাহি, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আব্দুর রহিম শান্ত, অ্যাকাউন্টিং বিভাগের রাজিব রবিনসহ বেশ কয়েকজন মাদক সেবন করছিলেন। এ সময় তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে গান গাওয়ায় ফরিদ জামান এসে তাঁদের চলে যেতে বললে বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ফরিদ রাহিকে চড় দিলে দুই পক্ষের কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে ফরিদসহ ছাত্রলীগের আরো তিনজন কর্মী আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানায়, এই খবর ছড়িয়ে পড়লে দুই পক্ষের কর্মীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেন। পরে হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এবং হলের অতিথি কক্ষে বসে মীমাংসার চেষ্টা করেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে কমিটি ঘোষণার পরপরই শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে মিলেমিশে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন সভাপতি কামাল উদ্দিন রানা ও সাধারণ সম্পাদক রুবেল হোসেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা সেই সম্পর্ক প্রকাশ্যে জাহির করেছেন। কিন্তু বাস্তবে দুই পক্ষের কর্মীদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। রুম দখল, হলে আধিপত্য বিস্তার ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

এর আগে গত ২২ আগস্ট বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) অডিটরিয়ামে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে আলোচনাসভার আয়োজন করে জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগ। ওই সভায়ও হাতাহাতিতে জড়ান দুই পক্ষের কর্মীরা।

এ ছাড়া গত ২ আগস্ট মধ্যরাতে হলের ২৭৪ নম্বর কক্ষের দখল নিয়ে দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ সময় তাঁরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হলে মহড়া দিতে থাকেন। পরে হলের দুই শীর্ষ নেতা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

হল ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, সভাপতি কামাল উদ্দিন রানার অনুসারী ফরিদ জামান প্রায়ই সংঘর্ষ বাধান। রানার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হওয়ায় কনিষ্ঠ কর্মীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন ফরিদ। এতে অন্য নেতাকর্মীদের মধ্যে ফরিদকে নিয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতেও ফরিদই প্রথমে কনিষ্ঠ কর্মীকে মারধর করলে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

এ বিষয়ে হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কামাল উদ্দিন রানা কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘রাতে ছাদে গান গাওয়া নিয়ে সিনিয়র-জুনিয়রদের মধ্যে একটু কথা-কাটাকাটি হয়। আমরা সেখানে দ্রুত গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করি। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।’ সেখানে কেউ মাদক সেবন করেননি বলে তিনি দাবি করেন।

দুই পক্ষের মধ্যে নিয়মিত দ্বন্দ্বের বিষয়ে কামাল উদ্দিন রানা বলেন, ‘হল শাখা ছাত্রলীগ একটা পরিবারের মতো। পরিবারেও ভাই-বোনদের মধ্যে একটু ঝামেলা হয়। এখানেও সে রকম। আমরা সবাই বসে এই বিষয়গুলো সমাধান করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে যেন এ রকম কখনো আর না হয়, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছি।’

যোগাযোগ করা হলে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম বলেন, ‘রাতের ঘটনার পরই শুক্রবার সকালে আমি সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলেছি। হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছেন এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই ব্যবস্থা নেব।’

Print

সম্পাদক : শাহেদ মুহাম্মদ আলী,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ও কালিবালা দ্বিতীয় বাইপাস রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com